অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা

অঙ্গনওয়াড়ি হল একটি কেন্দ্রীয়ভাবে স্পনসরকৃত প্রকল্প যা রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি দ্বারা বাস্তবায়িত হয় যা ভারতে একটি গ্রামীণ শিশু এবং মাতৃত্বের যত্ন কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। শিশুর ক্ষুধা ও অপুষ্টি মোকাবেলায় সমন্বিত শিশু উন্নয়ন পরিষেবা কর্মসূচির অংশ হিসেবে 1975 সালে ভারত সরকার এটি শুরু করেছিল। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি ছয়টি পরিষেবার একটি প্যাকেজ প্রদান করে: সম্পূরক পুষ্টি, প্রাক-বিদ্যালয় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, টিকাদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং রেফারেল পরিষেবা।

অঙ্গনওয়াড়ি কি?

"অঙ্গনওয়াড়ি" শব্দের অর্থ ভারতীয় ভাষায় "একটি উঠানের আশ্রয়"। শব্দটি হিন্দি শব্দ "অঙ্গন" থেকে এসেছে যার অর্থ একটি বাড়ির আঙিনা। এইগুলি হল গ্রাম পর্যায়ে কেন্দ্র যা প্রত্যাশিত এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের প্রাথমিক শৈশব যত্ন এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে।

এটি কখন শুরু হয়েছিল?

1972 সালে, ভারত সরকারের একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সমীক্ষা হাইলাইট করে যে ভারতে বিদ্যমান সামাজিক কল্যাণ এবং পুষ্টি কর্মসূচিগুলি শিশুদের পুষ্টির অবস্থার উন্নতি করছে না।

প্রাথমিক প্রোগ্রামগুলির ব্যর্থতার কারণগুলি সম্পদের সীমাবদ্ধতা, অপর্যাপ্ত কভারেজ এবং খণ্ডিতকরণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

এই ধরনের ত্রুটিগুলি মোকাবেলা করতে এবং শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অবস্থার উন্নতি করতে এবং শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুর হার প্রতিরোধ করার জন্য, ভারত সরকার 1975 সালের 2রা অক্টোবর ইনটিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপটমেন্ট সার্ভিস স্কিম (ICDS) চালু করেছিল।

এর মূল উদ্দেশ্য ছিল 0-6 বছর বয়সী শিশুদের এবং অন্যান্য সুবিধাভোগী যেমন গর্ভবতী মহিলা, স্তন্যদানকারী মা, কিশোরী মেয়ে ইত্যাদির সেবা করা।

শিশু এবং মায়েদের সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে সেবা প্রদানের জন্য, ICDS কেন্দ্রগুলির একটি বিশাল নেটওয়ার্কের প্রয়োজন ছিল যা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র (AWCs) আকারে গড়ে উঠেছিল।

এটি কি সেবা প্রদান করে?

এটি একটি এলাকায় নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি প্রদান করে:

1. সম্পূরক পুষ্টি।
2. টিকাদান।
3. স্বাস্থ্য পরীক্ষা।
4. অনানুষ্ঠানিক প্রাক বিদ্যালয় শিক্ষা।
5. পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা।
6. রেফারেল পরিষেবা।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে (AWCs) প্রধান কর্মী কারা?

ভারতে ফ্রন্টলাইন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের তিনটি ক্যাডার রয়েছে। সেগুলো হল:

অক্সিজলিয়ারি নার্স-মিডওয়াইফ(ANM)

- এনারা একটি সাব-সেন্টারে থাকেন যিনি যত্ন প্রদান করেন এবং অতিরিক্তভাবে গ্রামগুলি পরিদর্শন করেন।
- এনারা আনুষ্ঠানিকভাবে বহুমুখী কর্মী (MPWs) যাদের বিস্তৃত দায়িত্ব রয়েছে।
- এই ক্যাডারই সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (AWW)

➢ এনাদের একমাত্র কাজ হল ওনার গ্রামে কাজ করা অল্পবয়সী শিশু, কিশোরী মেয়ে এবং স্তন্যদানকারী মহিলাদের খাদ্য পরিপূরকভাবে সরবরাহের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

➢ এনারা স্বাস্থ্যকর আচরণের প্রচার, উন্নত জল ও স্যানিটেশনের জন্য সম্প্রদায়কে একত্রিত করা এবং টিকাদান কার্যক্রম এবং অন্যান্য বিশেষ স্বাস্থ্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণের কাজও সম্পাদন করেন।

➢ এই ক্যাডারটি শিশুদের যত্ন ও পুষ্টির ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

স্বীকৃত সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মী (আশা)

➢ এনারা শুধুমাত্র ওনার গ্রামে মা ও শিশু স্বাস্থ্য (MCH) পরিষেবাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কাজ করেন যার মধ্যে রয়েছে টিকাদান এবং প্রাতিষ্ঠানিক-ভিত্তিক প্রসব।

➢ এনারা মৌলিক ওষুধও সরবরাহ করেন (মৌখিক গর্ভনিরোধক সহ) এবং উপ-কেন্দ্রে রোগীদের রেফার করেন।

➢ এনারা ANM এবং AWW দ্বারা নিরীক্ষণ এবং সমর্থিত হন। এনারা প্রায়শই ANM-গুলিতে শ্রমের বোঝা হ্রাস করেন এবং পরবর্তীদের সহকারী বা সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করেন।

এনাদের পরিষেবা সরবরাহ একটি ত্রি-স্তরীয় শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরীক্ষণ করা হয় যার মধ্যে রয়েছে:

- ক্লাস্টার স্তরের সুপারভাইজার।
- চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার (CDPO)।
- জেলা পর্যায়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/কালেক্টর।

Covid-19 মহামারী চলাকালীন অঙ্গনওয়াড়িদের ভূমিকা

- মহামারী চলাকালীন, ঘরে ঘরে খাবার সরবরাহের সুবিধার হঠাৎ ব্যাঘাত ঘটেছিল এবং মাস্ক এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের (PPE) ঘাটতি ছিল।
- এছাড়াও, সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি জুড়ে প্রাক-স্কুলিং কার্যক্রমের বিতরণ স্থগিত করা হয়েছিল, সমস্ত অঙ্গনওয়াড়িতে গরম রান্না করা খাবার এবং জলখাবার বিতরণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং মজুরি হ্রাসের কারণে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল।
- যাইহোক, ভারত সরকার ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহার করে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অনলাইন ক্ষমতা তৈরি করেছে, সম্প্রদায়ের সহায়তা তৈরি করেছে এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে।
- এগুলি মহামারী পরিস্থিতি কিছুটা পরিচালনা করতে সহায়তা করেছিল। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সাহায্যকারীরা মাস্ক বিতরণ করেছেন, ঘরে ঘরে টেক-হোম রেশন বিতরণ করেছেন, সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন, বাড়িতে গিয়ে শিশুদের টিকা দিয়েছেন এবং অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে প্রাথমিক শৈশব শিক্ষা বজায় রেখেছেন।
- এইভাবে, এনারা বিভিন্ন এলাকায় কিছু প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান এবং মহামারীটির খারাপ প্রভাব মোকাবেলায় মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন।

অঙ্গনওয়াড়িরা কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন?

যদিও ভারতে অঙ্গনওয়াড়িগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এনারা অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হন যা সমগ্র জাতির অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করে। তাদের কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়:

অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো

- ভারতে অঙ্গনওয়াড়িদের মুখ্য সমস্যা হল পরিকাঠামোর সমস্যা।
- স্থান ও প্রকৃতির দিক থেকে ভারতে অধিকাংশ অঙ্গনওয়াড়ির নির্মাণ অসন্তোষজনক। কারো কারো ছাদ আছে খড়ের, আবার কারোর আছে অ্যাসবেস্টস বা টিনের । তাদের মধ্যে কারোর মাটির মেঝে আছে।
- পানীয় জল এবং স্যানিটেশনের মতো প্রয়োজনীয় সুবিধার ক্ষেত্রে, তাদের বেশিরভাগেরই টয়লেট এবং পাইপযুক্ত জলের লাইনের অভাব রয়েছে।

লজিস্টিক-সাপ্লাই সংক্রান্ত সমস্যা

- অনেক অঙ্গনওয়াড়িতে প্রতিদিনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু মৌলিক জিনিসের নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাব রয়েছে, যেমন রেজিস্টার, গ্রোথ কার্ড, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা সামগ্রী, প্রাক-স্কুল শিক্ষার উপাদান, ছোটখাটো রোগের চিকিৎসার জন্য ওষুধ, আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট এবং ভিটামিন A সিরাপ ইত্যাদি।

কর্মীদের সংখ্যা অপর্যাপ্ত

- 2021 সালের আগস্ট পর্যন্ত, বিভিন্ন স্তরে সারা দেশে অঙ্গনওয়াড়িগুলিতে প্রায় 1.93 লক্ষ পদ শূন্য ছিল।
- এতে বিদ্যমান অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কাজের অতিরিক্ত চাপ বাড়ে।
- 2020 সালের জুলাই পর্যন্ত, ICDS-এর তত্ত্বাবধায়ক পদে শূন্যপদের সংখ্যা বিহারে 46.3% এবং তেলেঙ্গানায় 41.3% ছিল।
- এটি হাইলাইট করে যে কীভাবে অপর্যাপ্ত কর্মীদের সমস্যা ভারতে অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাকে জর্জরিত করার একটি প্রধান সমস্যা।

অপর্যাপ্ত সম্মানী

- কাজের অতিরিক্ত চাপের পাশাপাশি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা যে পরিষেবাগুলি প্রদান করে তার জন্য কম সম্মানী (মজুরি) সমস্যারও সম্মুখীন হন। এমনকি তাদের ন্যূনতম মজুরিও দেওয়া হয় না।
- অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা এমনিতেই একটি নম্র পটভূমি থেকে আসেন, কম সম্মানী তাদের দরিদ্র অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

অন্যান্য

- এর মধ্যে রয়েছে সম্প্রদায়ের সাহায্যের অভাব, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অপর্যাপ্ত জ্ঞান এবং কাজের দক্ষতা, দুর্বল পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান এবং মূল্যায়ন ইত্যাদি।